গবেষণা সারসংক্ষেপ

কোভিড-১৯ প্রণোদনা সহায়তাঃ

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিশ্লেষণ

২৯ জানুয়ারী ২০২২ তারিখে দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, গবেষণা সংস্থা রিসার্চ এন্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপেমন্ট (র‍্যাপিড) ও ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এর আয়োজনে 'COVID-19 Stimulus Packages: An Analysis of Institutional Capacity, Transparency, and Accountability' শীর্ষক একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড মহামারীরের প্রেক্ষিতে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করে র‍্যাপিড। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অর্থনীতিবিদ ড. এম এ রাজ্জাক (চেয়ারম্যান, র‍্যাপিড এবং গবেষণা পরিচালক, পিআরআই) । এই সারসংক্ষেপটি মূল প্রবন্ধের উপস্থাপনার আলোকে তৈরী করা হয়েছে।

করোনাসৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ অতি দ্রুত প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে যা ছিল অত্যন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। নজিরবিহীন এই নীতি-সহায়তা এবং কোভিড-১৯ কেন্দ্রিক কার্যক্রম সমূহ মহামারীর বহুমুখী অভিঘাত ঠেকাতে ভূমিকা রেখেছে। আলোচনা-সমালোচনা সত্ত্বেও প্রণোদনা প্যাকেজ দেশের রপ্তানী খাতকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। খাদ্য সহায়তা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী জোরদার করা হয়েছে। সার্বিকভাবে অর্থনীতি ও জনজীবন ব্যাপক আকারের বিপর্যয় এড়াতে সক্ষম হয়েছে। ব্লুমবার্গ কোভিড রিসিলিয়েন্স র‍্যাংকিং অনুসারে বিশ্বের ৫৩টি বৃহৎ অর্থনীতির মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ডিসেম্বর ২০২১ এ ২২তম অবস্থানে থাকলেও, অমিক্রণ পরিস্থিতির কারণে এই অবস্থান জানুয়ারী ২০২২ এর শেষে নেমে আসে ২৯-এ। কোভিডের কারণে প্রতিনিয়ত নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে অর্থনীতি ও জনজীবন। মহামারীর ধকল কাটিয়ে উঠার হাতিয়ার হিসেবে বৃহৎ আকারের প্রণোদনা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা দেশের জন্যে নতুন। তাই, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রণোদনা বাস্তবায়নের মূল্যায়ন জরুরী। এই অভিজ্ঞতার শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমলে নিয়ে বিদ্যমান নীতি-সহায়তাকে সুদৃঢ় করার সুযোগ রয়েছে। ভবিষ্যত সংকট মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবেও এইধরণের মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ প্রেক্ষাপটে র‍্যাপিডের গবেষণালব্ধ মূল পর্যবেক্ষণগুলো নিম্নরুপঃ

- মার্চ ২০২০-ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে মোট ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। সর্বমোট বরাদ্দ জিডিপির ৬.২ শতাংশ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তুলনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের বরাদ্দ এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোর চেয়ে কমঃ ভুটান (১৮%), ভারত (১৬%), ফিলিপাইন (৯%), পাকিস্তান (৮%), ভিয়েতনাম (৮%) (সূত্রঃ এডিবি কোভিড-১৯ পলিসি ডাটাবেইজ)। বরাদ্দ কম হলেও অনেক প্যাকেজ বাস্তবায়নে ধীরগতি ছিল লক্ষণীয়।

- প্যাকেজভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট বরাদ্দের প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশী বিভিন্ন ধরণের ঋণ সহায়তা। বরাদ্দ এবং বাস্তবায়নের তুলনামূলক পরিসংখ্যানে থেকে প্রতীয়মান হয় বৃহৎ ও রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থ মোট প্রণোদনার অর্ধেকেরও বেশী (প্রায় ৫৪ শতাংশ)। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৬৬ শতাংশ। বিভিন্ন প্যাকেজে কুটির, ক্ষুদ্র, অণু, ও মাঝারি শিল্পের জন্যে বরাদ্দ মোট প্রণোদনার প্রায় ২৭ শতাংশ এবং অগ্রগতি প্রায় ৫০ শতাংশ। খাদ্য ও নগদ অর্থ সহায়তা বাবদ বরাদ্দ ছিল কম - প্রায় ৪ শতাংশ। কিছু প্যাকেজকে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতার বাহিরে রাখা যেতে পারতো যা সরাসারি করোনা মোকাবেলার

সাথে সম্পর্কিত নয়। যেমনঃ গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ, কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ এবং কৃষি ভর্তুকি। এই তিনটি প্যাকেজে মোট প্রণোদনার ৭.৭ শতাংশ বরাদ্দ।

- কেবল বাস্তবায়নের হার দেখে প্রণোদনার প্যাকেজের সফলতা নির্ধারণ করলে তা ভুল বার্তা দিতে পারে। প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে যথাযথ চাহিদা নিরূপণ করা এবং সম্ভাব্য টার্গেট গ্রুপকে চিহ্নিত করার জন্যে গ্রহণযোগ্য মানদন্ড ঠিক করা। উদাহরণ দেয়া যাক। ৫০ লক্ষ মানুষকে মাথাপিছু ২৫০০ টাকা একবার দেয়া হবে। এখানে কিছু প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণঃ কেন ৫০ লক্ষ মানুষ? এর বেশী বা কম কেন নয়? এই মানুষগুলোকে স্বচ্ছভাবে নির্বাচন করার মাপকাঠি কী হবে? কেন ২৫০০ টাকা? এই মাথাপিছু বরাদ্দের পিছনে যুক্তি বা ব্যাখা কি? একবার ২৫০০ টাকা দিলে একজন ব্যাক্তির কতটুকু প্রয়োজন পূরণ হবে? এসব প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে যদি কোন নির্দিষ্ট উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়, তবে সেক্ষেত্রেও একই রকম প্রশ্নগুলো করা প্রয়োজন। তথ্য-উপাত্ত এবং বিশ্লেষণের আলোকে এসব প্রশ্নের মূল্যায়ন না হলে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে অনিয়মের সুযোগ থেকে যায়।

- প্রণোদনা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে থেকে যায়, চাহিদা নিরূপণ এবং টার্গেটিং এর ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল। যথাযথ তথ্য-উপাত্ত ছিল অপ্রতুল। মহামারী শুরু থেকে প্রায় দুই বছর হতে চললেও দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানের উপর নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। প্রাক-কোভিড সময়ে ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর সম্ভাব্য উপকারভোগীদের চিহ্নিত করার কাজটি সহজীকরণের জন্য এই ডাটাবেইজের প্রস্তুত করার কাজ চলছিল। কিন্তু ২০১৭-২০১৮ সালে বিভিন্ন ধাপে প্রায় ৩.৫ কোটি খানার সংগ্রহ করলেও এই ডাটাবেইজটি এখনো প্রস্তুত হয়নি। কোভিডের কারণে অর্থনীতির গতি-প্রকৃতিতে যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে তাতে এই ডাটাবেইজ এর প্রাসঙ্গিকতা এখন প্রশ্নবিদ্ধ।

- এই টার্গেটিং ত্রুটি একটি ভালো উদ্যোগকেও ম্লান করে দিতে পারে। করোনাকালে ৫০ লাখ মানুষের কাছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে মাথাপিছু ২৫০০ টাকা করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু উপকারভোগী নির্বাচনে অনিয়ম ধরা পড়ে। ফলশ্রুতিতে মাত্র ১৬ লাখ মানুষের কাছে অনুদান পৌঁছানোর পরে এই কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। প্রায় ৫ লাখ নাম সম্ভাব্য উপকারভোগীদের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। সর্বশেষ মাত্র ৩৪ লাখ মানুষের কাছে এই নগদ সহায়তা পৌঁছানো সম্ভব হয়। করোনাসৃষ্ট অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে ধারণা করা হয় সহায়তাপ্রার্থী ছিল এর থেকে আরও বেশী মানুষ। কিন্তু উপকারভোগী নির্বাচনে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা থাকায় এই উদ্যোগ হোঁচট খেয়েছে। তথ্য-উপাত্ত ও টার্গেটিং ত্রুটির প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে জরুরী ভিত্তিতে ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ হালনাগাদ করা প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতেও এই ডাটাবেইজ সহায়ক হবে।

- ব্যবসায়-কেন্দ্রিক প্রণোদনা প্যাকেজের ক্ষেত্রেও চাহিদা নিরূপণ ও উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকলে, বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নিয়ামক এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। ঘোষিত প্যাকেজগুলোর মাঝে সর্বপ্রথম ৫,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের ঘোষণা আসে রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধের জন্যে। তৈরীপোষাক শিল্পসংগঠনগুলো এই নীতি-সহায়তা লাভের জন্যে জোরালো চেষ্টা করে। এই তহবিল পুরোটাই খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায় উচ্চ চাহিদার কারণে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এপ্রিল-মে মাসের বেতন পরিশোধ করে। তবে বেতন পরিশোধের আরো চাহিদা থাকায়,

ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা বাবদ বরাদ্দকৃত ৪০,০০০ হাজার কোটি টাকার তহবিল থেকে আরো ৫,৫০০ কোটি টাকা নিয়ে জুন-জুলাই মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়। প্রায় ৩৮ লক্ষ কর্মচারী বেতন পান (প্রায় ৫৩% নারী কর্মী)। অন্যদিকে দেখা যায়, পর্যটন খাতের হোটেল, মোটেল এবং থিম পার্কের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্যে ১,০০০ কোটি টাকার একটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয় ২০২১ সালে। যার বাস্তবায়ন এখনো শুরু হয়নি। ২০২০ সালে লকডাউনের কারণে পর্যটন খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সে সময় কোন প্যাকেজ আসেনি।

- কুটির, ক্ষুদ্র, অণু, ও মাঝারি শিল্পের জন্য নির্ধারিত প্যাকেজ বাস্তবায়ন ছিল চ্যালেঞ্জিং। বিভিন্ন ধাপে অর্থবিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্যাকেজ বাস্তবায়নের কাজ বেগবান করার প্রচেষ্টা চলছে। তবে এই প্যাকেজগুলোতেও নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী আসলেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের কাছে চিহ্নিত করা যাচ্ছে কিনা তা প্রশ্নের বিষয়। এছাড়াও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ নেয়ার ব্যাপারে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের মাঝে অনীহা দেখা গিয়েছে। এক্ষেত্রে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণের পরিবর্তে টার্ম ঋণ নেয়ার ব্যাপারে উদ্যোক্তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

- আনুষ্ঠানিক খাতের জন্যে বিভিন্ন প্রণোদনা থাকলেও অনানুষ্ঠানিক খাত খুব সীমিতই সাহায্য পেয়েছে। এটুআই এর একটি গবেষণা অনুযায়ী, মে-জুন ২০২০ সময়ে প্রায় ২০ লাখের বেশী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কর্মসংস্থান হারায় অনানুষ্ঠানিক খাতে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কর্মরত মানুষ। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক খাত প্রণোদনা তেমন একটা পায়নি। কর্মহীন জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা করোনাকালীন সময়ে আরো ব্যাপকভাবে প্রতীয়মান হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের প্রস্তাবিত অনেক সংস্কারসমূহ অবাস্তবায়িত থাকায় নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েই যাচ্ছে। অনানুষ্ঠানিক খাতকে কিভাবে প্রণোদনা এবং সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা যায় সেদিকে জোর দেয়া আবশ্যক। এছাড়াও, প্রাক-কোভিড সময়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য ২০১০ সাল থেকে প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। তাদের জন্যে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ কম ছিল। করোনাকালীন সময়ে পরিবর্তিত দারিদ্র্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে, শহরকেন্দ্রিক যুগোপযোগী সামাজিক সূরক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হতে পারে একটি কার্যকর পদক্ষেপ।

- মোট প্রণোদনার ১.৮ শতাংশ দেয়া হয় বিভিন্ন খাদ্য সহায়তা প্যাকেজের মাধ্যমে। প্যাকেজভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট ৪টি প্যাকেজের মধ্যে তিনটির শতভাগ বরাদ্দ খরচ হয়েছে। বিশেষ করে ৩৩৩ হটলাইনের মাধ্যমে খাদ্য-সহায়তা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তার জন্যে চাহিদা ছিল বেশী। এড-হক ভিত্তিতে চালু করা হলেও ভবিষ্যতে যথাযথ চাহিদা বিশ্লেষণপূর্বক খাদ্য সহায়তা প্যাকেজের আওতা বৃদ্ধির দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট

- এটা অনস্বীকার্য যে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশ যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে এবং কিছু নীতি সহায়তা সময়োপযোগী ছিল।
- গবেষণার অন্যতম প্রধান পর্যবেক্ষণ হিসেবে প্রতীয়মান হয় - চলমান মহামারী এবং ভবিষ্যত সংকট দক্ষভাবে মোকাবেলা করতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই।

- অর্থনীতির আকার প্রতিনিয়ত বড় হচ্ছে এবং অনুমান-নির্ভর ও এডহক নীতি প্রণয়নের চেয়ে প্রমাণ-নির্ভর নীতি সক্ষমতার দিকে অগ্রসর হতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার দুর্বলতা স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ভিত্তিকে দুর্বল করতে পারে।
- প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার উপস্থিতি এবং প্রমাণ-নির্ভর নীতি বিশ্লেষণের স্বল্পতার কারণে রাজনৈতিক-অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট নিয়ামকসমূহ যেকোন সহায়তা কার্যক্রমের সম্ভাব্য উপকারভোগী নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে।
- অতিমারীর প্রভাবের পরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে ঢেলে সাজানোর সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের সংস্কারসমূহের দিকে আশু ও জরুরী নজর দেয়া প্রয়োজন।
- কোভিড-১৯ ব্যাপকভাবে সাময়িক বেকারত্বের সমস্যা তৈরী করেছিল। এ প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল সোশাল ইন্সুরেন্স স্কীম যা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র সুপারিশ করেছিল তার দ্রুত বাস্তবায়ন দরকার।
- তথ্য-উপাত্তের অভাবে সময়োচিত নীতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। এজন্যে অতি দ্রুত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্যদের সক্ষমতা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন।

-

গবেষণা দল

- ড. এম এ রাজ্জাক
- ড. এম আবু ইউসুফ
- মোঃ রবিউল ইসলাম রবি
- মাহির মুসলেহ
- জিল্লুর রহমান
- ইবনে আয়াজ রানা

ওয়েবিনার আয়োজনে

The Asia Foundation
| www.asiafoundation.org |

RAPID
Research and Policy Integration for Development
| www.rapidbd.org |

ECONOMIC REPORTERS' FORUM
Economic Reporters Forum
| www.erfbd.com |